গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
www.wewb.gov.bd

নং- ৪৯.০৪.০০০০.০৪৪.০৬.০৩৫.১৯/(৫৩)২৩৪ তারিখ: ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯খ্রিঃ

বিষয়: ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত লাশ পরিবহন ও দাফন, আর্থিক অনুদান, চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স ও অন্যান্য পাওনাদি প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৯।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের অর্থবহ ও টেকসই কল্যাণ সাধন করাই হচ্ছে এ বোর্ডের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের অনুকূলে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে বর্তমানে প্রদত্ত সেবা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড পরিচালনা পরিষদের ২৯১তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১.০ এই নীতিমালা "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত লাশ পরিবহন ও দাফন, আর্থিক অনুদান, চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স ও অন্যান্য পাওনাদি প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

২.০ লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান:

২.১ প্রাপ্যতা:

ক) মৃত প্রবাসী কর্মীর লাশ দেশে আসার পর মৃতের পরিবারকে বিমানবন্দর হতে লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হবে।

২.২ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

ক) লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ চেক প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কর্তৃক পরিবারের ওয়ারিশ সনদ। এক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে **www.wewb.gov.bd** প্রদত্ত নমুনাকপি অনুসরণযোগ্য;

খ) ওয়ারিশ সনদে উল্লিখিত পরিবার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির ১ কপি ছবি;

গ) ওয়ারিশ সনদে উল্লিখিত পরিবার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের ফটোকপি;

ঘ) যার নামে চেক প্রদান করা হবে তিনি ব্যতিত অন্য কোনো ব্যক্তি চেক গ্রহণকারী হলে তাঁরও ১ কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের ফটোকপি।

২.৩ বিশেষ শর্ত:

ক) ওয়ারিশ সনদে উল্লিখিত মনোনীত পরিবারের সদস্যর নামে চেক প্রদান করা হবে;

খ) মৃত কর্মী বিবাহিত হলে চেক প্রদানের ক্ষেত্রে মৃতের স্ত্রী/স্বামী অগ্রাধিকার পাবেন, তবে স্ত্রী/স্বামী না থাকলে বৈধ ওয়ারিশ চেক পাবেন;

গ) লাশ দেশে আসার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোনো কারণে মৃতের পরিবার চেক গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত সময়ের পরে লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে না;

পৃষ্ঠা/০১

৩.০ আর্থিক অনুদান প্রদান:

৩.১ প্রাপ্যতা:

বিদেশে মৃত্যুবরণ করলে অথবা ছুটিতে দেশে এসে ছুটিকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করলে অথবা প্রবাসে অসুস্থ হয়ে দেশে আসার ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবার ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান পাবে।

৩.২ প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়:

ক) মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে বহির্গমন ছাড়পত্র/মেম্বারশীপ থাকা সাপেক্ষে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে;

খ) মৃত প্রবাসী কর্মীর জন্ম ৩১-১২-১৯৮৫ তারিখ বা তার পূর্ববর্তী সময়ে হলে দূতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত সনদে (এনওসি) উল্লিখিত বৈধতার আলোকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। যেসকল দেশে কর্মী প্রেরণ করা হয় কেবল সে সকল দেশের দূতাবাসের বৈধতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক অনুদান প্রদান করা যাবে;

গ) মৃত প্রবাসী কর্মীর জন্ম তারিখ ০১-০১-১৯৮৬ তারিখ বা পরবর্তী সময়ে হলে বহির্গমন ছাড়পত্র/মেম্বারশীপ সনদ ব্যতীত আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে না;

ঘ) বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক কর্মী যে দেশে গমন করবেন কেবল সে দেশে মৃত্যুবরণ করলেই মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে;

ঙ) ৩.২ এর ক, খ, গ ও ঘ তে যাই বলা থাকুক না কেন মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড মানবিক কারণে মৃত কর্মীর পারিবারিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনাপূর্বক বিশেষ বিবেচনায় আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

৩.৩ আর্থিক অনুদানের আবেদন:

ক) বিদেশে মৃত কর্মীর লাশ দেশে আসার পর বিমানবন্দর হতে মৃতের পরিবার ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক গ্রহণ করলে আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন হবে না;

খ) বিদেশে মৃত কর্মীর লাশ দাফন করা হলে কিংবা কর্মী ছুটিতে দেশে এসে মৃত্যুবরণ করলে অথবা বিদেশ হতে লাশ আসার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে চেক গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য মৃতের পরিবারকে কর্মীর মৃত্যুর ০১ (এক) বছরের মধ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক বরাবর অত্র অফিসে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের (ডিইএমও) মাধ্যমে আবেদন করতে হবে;

গ) আর্থিক অনুদানের আবেদনপত্রের সাথে মৃত্যুসনদ, বিমানের টিকেট, দূতাবাস সনদ (এনওসি),পাসপোর্টের ফটোকপি, মেম্বারশীপ সার্টিফিকেট/স্মার্টকার্ডের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

৩.৪ পরিবারের সদস্য:

ক) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান বাবদ প্রদেয় অর্থ মৃত প্রবাসী কর্মীর স্ত্রী/স্বামী, নির্ভরশীল সন্তান এবং পিতা ও মাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। (১৮-০২-২০১৫ তারিখের ২৪৬তম সভার সিদ্ধান্ত);

খ) মৃত প্রবাসী কর্মী অবিবাহিত হলে এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকলে সেক্ষেত্রে সহোদর ভাই-বোন আর্থিক অনুদান পাবার যোগ্য হবেন।

পৃষ্ঠা/০২

৩.৫ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের করণীয়:

ক) বিমানবন্দর হতে লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ চেক প্রদানের পর ইআরপিতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অথবা মৃতের ওয়ারিশ কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে আর্থিক অনুদানের চাহিদাপত্র জারী করা;

খ) আর্থিক অনুদানের চাহিদাপত্র ডাকযোগে/ ই-মেইলে মৃতের পরিবার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সহকারী পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা;

গ) চাহিদাপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি দ্রুত প্রাপ্তির জন্য ডিইএমও এবং মৃতের ওয়ারিশের সাথে যোগাযোগ করা;

ঘ) মৃতের পরিবার কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজ-পত্রাদি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে প্রাপ্তির পর আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য নথি অনুমোদন করা;

ঙ) নথি অনুমোদনের পর পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক হিসাবে আর্থিক অনুদানের অর্থ বিইএফটিএন (BEFTN) এর মাধ্যমে প্রেরণ করা।

৩.৬ ডিইএমও'র করণীয়:

ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মৃতের ওয়ারিশের নিকট হতে আর্থিক অনুদানের আবেদন গ্রহণ করে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণ করা;

খ) আর্থিক অনুদানের চাহিদাপত্র প্রাপ্তির পর মৃতের ওয়ারিশগণের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুতে সহায়তা করা;

গ) কাগজপত্র প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অত্র বোর্ডের ওয়েবসাইটে (**www.wewb.gov.bd**) প্রদত্ত নমুনাকপি অনুসরণ করতে হবে;

ঘ) মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবার চাহিদাপত্র অনুযায়ী কাগজপত্র প্রস্তুত করে ডিইএমওতে দাখিলের পর দ্রুত সরেজমিনে তদন্ত করে দাখিলকৃত কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাই-বাছাই করে সুপারিশসহ অত্র বোর্ডে প্রেরণ করা।

৩.৭ আর্থিক অনুদানের জন্য ওয়ারিশ কর্তৃক দাখিলযোগ্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :

ক) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরের নিকট হতে দাপ্তরিক প্যাডে মৃতের পরিবারের সদস্য সনদপত্র (ওয়েব সাইটে **www.wewb.gov.bd** প্রদত্ত নমুনাকপি অনুসরণযোগ্য)। উক্ত পরিবারের সদস্য সনদপত্র সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত হতে হবে;

খ) ৪০০/- (চারশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে "দায়মুক্তি সনদ, অঙ্গীকারনামা ও ক্ষমতা অর্পণপত্র" (ওয়েব সাইটে **www.wewb.gov.bd** প্রদত্ত নমুনাকপি অনুসরণযোগ্য)। (সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত হতে হবে);

গ) বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রত্যয়নপত্র (এনওসি)/মৃত্যু সনদ (ডেথ সার্টিফিকেট) এর ফটোকপি;

পৃষ্ঠা/০৩

ঘ) অর্থ গ্রহণকারীর ব্যাংক হিসাব নম্বরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রত্যয়ন পত্র/ব্যাংক স্টেটমেন্টের মূল কপি (সংশ্লিষ্ট শাখার রাউটিং নম্বরসহ)। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নাবালক সন্তান থাকলে নাবালক সন্তানের নামে খোলা ব্যাংক হিসাব নম্বর ও প্রত্যয়ন পত্র (ব্যাংক স্টেটমেন্টসহ);

ঙ) পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত ২ কপি ও সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) কর্তৃক সত্যায়িত ২ কপি রঙ্গিন ছবি;

চ) মৃতের পাসপোর্টের ফটোকপি;

৪.০ <u>চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা</u>:

ক) আহত, অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম ও মুমূর্ষু অবস্থায় দেশে ফেরত আসা প্রবাসী কর্মীর চিকিৎসার্থে সর্বোচ্চ ০১ (এক) লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

খ) বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশ গমনকারী অথবা মেম্বারশীপ গ্রহণকারী প্রবাসী কর্মীগণই চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রাপ্য হবেন;

গ) আহত, অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম ও মুমূর্ষু অবস্থায় দেশে আসার ০১ (এক) বছরের মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্রসহ আবেদন করতে হবে;

ঘ) আহত, অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম ও মুমূর্ষু অবস্থায় দেশে ফেরত আসা কর্মীকে চিকিৎসার্থে সর্বোচ্চ ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান করার পরও চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফেরত আসার ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে এবং মৃত্যুবরণের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদন করলে তাঁর পরিবারকে আর্থিক অনুদান বাবদ আরো ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে;

ঙ) বিশেষ বিবেচনায় মানবিক কারণে কর্তৃপক্ষ আহত, অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম ও মুমূর্ষু অবস্থায় দেশে ফেরত আসা কর্মীর পারিবারিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনাপূর্বক চিকিৎসার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

চ) আহত, অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম ও মুমূর্ষু অবস্থায় চিকিৎসার্থে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.০ <u>মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স ও অন্যান্য পাওনাদি</u>:

ক) প্রবাসী কর্মী বিদেশে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে বিদেশ হতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দূতাবাস হতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণ করলে তা মৃতের ওয়ারিশগণের নিকট বিতরণ করা হবে;

খ) মৃত কর্মীর বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিটের অর্থ বিদেশ হতে প্রাপ্ত হলে আর্থিক অনুদানের জন্য প্রদত্ত কাগজপত্রের ভিত্তিতে উক্ত অর্থ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ওয়ারিশের মধ্যে কেউ মারা গেলে অথবা ওয়ারিশের মধ্যে মতবিরোধ থাকলে অথবা অন্য কোনো কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ নতুন করে চাহিদাপত্র ইস্যু করবে;

গ) দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ মামলা পরিচালনার জন্য দূতাবাসের চাহিদা মোতাবেক **Power of Attorney** প্রেরণ করা হলে এবং দূতাবাসকে ক্ষমতা দেয়া হলে এ সমস্ত মামলা দূতাবাস পরিচালনা করবে;

ঘ) মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ মৃতের ওয়ারিশের নিকট পাওয়ার অব এ্যাটর্নিতে (PoA) উল্লিখিত ওয়ারিশদের মধ্যে প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিতরণ করা হবে;

ঙ) মৃত কর্মীর ইন্স্যুরেন্স বাবদ দূতাবাস হতে প্রাপ্ত অর্থ মৃতের ওয়ারিশদের নিকট প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিতরণ করা হবে;

চ) মৃত কর্মীর ওয়ারিশদের নামে বাইনেম ড্রাফট ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে দূতাবাস প্রেরণ করলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট দ্রুততার সাথে হস্তান্তর করা হবে;

ছ) পরিবারের কোন সদস্য নাবালক হলে এবং নাবালকের অংশ ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ্ব হলে সংশ্লিষ্টনাবালকের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং তাদের ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রদান করা হবে।

৬.০ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মেম্বারশীপ সংক্রান্ত:

ক) যে সমস্ত প্রবাসী কর্মী বহির্গমন ছাড়পত্র না নিয়ে বিদেশে কাজ করছেন তাঁরা নির্ধারিত কল্যাণ ফি সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস/মিশনে প্রদানপূর্বক ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মেম্বারশীপ গ্রহণ করতে পারবেন;

খ) বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণকারীর ন্যায় মেম্বারশীপ গ্রহণকারী ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদানকৃত সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন;

গ) বহির্গমন ছাড়পত্র/মেম্বারশীপ গ্রহণকারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ অত্র বোর্ডের সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন।

(গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

নং- ৪৯.০৪.০০০০.০৪৪.০৬.০৩৫.১৯(৫৩)২৩৪

তারিখ: ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৪। সচিবের একান্ত সচিব,প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। পরিচালক (সকল),ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।
৬। শ্রম উইং (সকল), বাংলাদেশ দূতাবাস।
৭। উপ-পরিচালক (সকল),ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।
৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
৯। সিস্টেম এ্যানালিস্ট, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা (নোটিশটি ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
১০। সহকারী পরিচালক, জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস (সকল)।
১১। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী,ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।
১২।.....।
১৩। অফিস কপি।

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব
পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ)

পৃষ্ঠা/০৫